কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

অর্থমন্ত্রীকে কৈলাস

শিক্ষায় বিনিয়োগে রিটার্ন ১৫ গুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা সফররত শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী কৈলাস সত্যার্থী বলেছেন, শিক্ষা খাতে এক ডলার ব্যয় করলে ২০ বছর পর সেখান থেকে ১৫ গুণ রিটার্ন (প্রাপ্তি) আসে। তাই দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানো উচিত। এ জন্য আসন্ন বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া পৃথক একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি মেয়েদের বিয়ের বয়স না কমানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠক শেষে গতকাল রবিবার এই নোবেলজয়ী সাংবাদিকদের কাছে শিক্ষা থেকে প্রাপ্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ খাতে বিনিয়োগের ওপর জোর দেন। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

শিক্ষায় বিনিয়োগে রিটার্ন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাস সত্যার্থী বলেন, যেকোনো দেশের শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ালে সেটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। 'বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ রাখা হয় তা জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ'—সাংবাদিকদের এমন তথ্যে কৈলাস সত্যার্থী বলেন, 'বাজেটে শিক্ষা খাতে ও তরুণদের জন্য ব্যয় বাড়ানো উচিত। তরুণরাই সমাজের চালিকাশক্তি। আর শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না।

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে কৈলাস বলেন, 'বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছি আমরা।' প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অতি দারিদ্র্য হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হয়েছে এবং ভালো করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিয়ের বয়স না কমানোর আহ্বান

কৈলাস সত্যার্থী বলেছেন, 'গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে একটি সমস্যা; বাংলাদেশেও যার তীব্র প্রভাব রয়েছে। বিয়ের ন্যূনতম বয়স কমানো ঠিক হবে না। এই আইন করলে নারীশিক্ষার বিস্তারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সামগ্রিক মানবাধিকারেরও লঙ্ঘন হবে।'

গতকাল রাজধানীর এলজিইডি অডিটরিয়ামে ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন আয়োজিত শিক্ষার অধিকার বিষয়ে জাতীয় সম্মেলনে কৈলাস সত্যার্থী এ আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শুধু সরকারি অর্থে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন সম্ভব নয়। এটি শুধু আমাদের মতো দেশের নয়, উন্নত দেশের জন্যও প্রযোজ্য। তাই বেসরকারি খাতেও শিক্ষার পেছনে বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা খাতে যখনই বেসরকারি বিনিয়োগ আসে, তখন তাঁরা এটাকে লাভের জায়গা হিসেবে ধরে নেন। এই মনোভাব পাল্টাতে হবে।'